রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(প্রশাসন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০০১.৪৪.০০৯.২১-১০৯৩**—যেহেতু মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Oder, 1972 (President's Order No 94 of 1972)-এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে উক্ত Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Oder, 1972 রহিতক্রমে পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণীত হইয়াছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কল্যাণ প্রবিধান ১৯৮৪ রহিত ও পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া নতুনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করা হইল :—

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধান, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(ক) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানে—

(ক) **"খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(খ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) **"ট্রাস্ট"** অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট;

(ঘ) **"যুদ্ধাহত"** অর্থ ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধে আহত হওয়ার মাত্রা;

(ঙ) **"ব্যবস্থাপনা পরিচালক"** অর্থ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(চ) **"মুক্তিযুদ্ধ"** অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও জামায়াতে ইসলামী এবং তাহাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোনো তারিখে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ;

(ছ) **"যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে আহত হইয়াছেন এইরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যাঁহার শরীরের এক বা একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে;

(জ) **"শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ এইরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া শহিদ হইয়াছেন।

৩। **তালিকাভুক্তির নিয়ম :**

শহিদ/যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত গেজেট, সি.এম.এইচ কর্তৃক যুদ্ধাহত নির্ণয়ের কপি, স্থানীয় চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট/ওয়ারিশ সনদ এবং অন্যান্য প্রমাণক সংযুক্ত করত ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে পরীক্ষান্তে সঠিক প্রমাণিত হইলে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৪। **ভাতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত নিয়ম :**

(ক) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে—

(অ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা; বা

(আ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(ই) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁহার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ঈ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(উ) (অ)—(ঈ) পর্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন।

(খ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে—

(অ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা; বা

(আ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(ই) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁহার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ঈ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(উ) (অ)—(ঈ) পর্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন।

(গ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে—

(অ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(আ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ই) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(ঈ) (অ)—(ঈ) পর‍্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন।

(ঘ) (ক)—(গ) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারীগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী না হইলে এই প্রবিধানের আওতায় সুবিধাভোগী হিসেবে গণ্য হইবেন না।

৫। **কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় দেয় সুযোগ সুবিধা** :

(ক) সরকার তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা (যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার) প্রাপ্য হইবেন।

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা :

০১।	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা	:	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে তালিকাভুক্ত সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হইবেন; এবং “শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২১” অনুযায়ী ভাতা প্রদান করা হইবে।

০২।	চিকিৎসা ভাতা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।
০৩।	খাদ্য ভাতা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে খাদ্য ভাতা প্রাপ্য হইবেন;
০৪।	সাহায্যকারী ভাতা	:	'এ' শ্রেণিভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার সাথে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সাহায্যকারী ভাতা প্রাপ্য হইবে;
০৫।	উৎসব বোনাস ২টি (ঈদ-উল-ফিতর ও আযহা)	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে উৎসব বোনাস প্রাপ্য হইবেন।
০৬।	মহান বিজয় দিবস ভাতা	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা প্রাপ্য হইবেন।
০৭।	বাংলা নববর্ষ ভাতা	:	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।
০৮।	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	২০% বা তদূর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সন্তান বার্ষিক শিক্ষা অনুদান বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রাপ্য হইবেন।
০৯।	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা/পুত্র)	:	২০% বা তদূর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সন্তান (কন্যা/পুত্র) বিবাহ বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রাপ্য হইবেন।
১০।	(ক) চিকিৎসা খরচ (দেশে)	:	২০% বা তদূর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্ট্রের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী প্রাপ্য হইবেন।
	(খ) চিকিৎসা খরচ (বিদেশ)	:	২০% বা তদূর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।
১২।	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজনের ব্যবস্থা থাকিবে।
১৩।	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মুজিবনগর দিবস পালন করা হইবে।

১৪।	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	২০% বা তদূর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিলে তাহার দাফন/সৎকার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ট্রাস্ট বহন করিবে। নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মৃতদেহ ট্রাস্টের খরচে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে অথবা তাহার আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছায় তাহাদের নিকট হস্তান্তর করা অথবা অন্যত্র দাফন/সৎকার করা যাইবে। যার ব্যয়ভার নীতিমালা অনুযায়ী ট্রাস্ট বহন করিব।
১৫।	পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবে।
১৬।	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।
১৭।	গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ০২ বার্নার গ্যাস বিল মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।
১৮।	বিদুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব পুরো বাড়ীর বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।
১৯।	মোবাইল ফোন (হুইল চেয়ারধারী)	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সহিত যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদেয় মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

২০।	পরিচয়পত্র	:	২০% বা তদূর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিলে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। (ক) ইহা পরিদর্শনপূর্বক রেলওয়ে, বিআরটিসি এর কোচ, বাস এবং জলযানে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে পারিবেন (রেলওয়ে ও জলযানের ক্ষেত্রে কার্ডধারীর সাহায্যকারীও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হইবেন)। (খ) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে (যাতায়াত) বছরে একবার এবং আন্তর্জাতিক যে কোন রুটে (বিজনেস ক্লাসে) ভি.আই.পি লাউঞ্জ ব্যবহারসহ বিনা ভাড়ায় বছরে (যাতায়াত) দুইবার ভ্রমণ করিতে পারিবেন। (গ) ইহা প্রদর্শনপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহারকারী গাড়ী সকল ফেরী এবং ব্রীজে টোল ফ্রি চলাচল করতে পারিবেন এবং ফেরিতে ভিআইপি কেবিন ব্যবহার করতে পারিবেন। (ঘ) পর্যটন কর্পোরেশন হোটেল/মোটেলে বিনা ভাড়ায় দুই রাত বছরে একবার এবং জেলা পরিষদের ডাক বাংলো ও সার্কিট হাউজে স্ব-পরিবারে ৭২ ঘণ্টা থাকিতে পারিবেন।
২১।	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট ও দোকান নির্মাণ সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হইবে।
২২।	রেশন সুবিধা	:	শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রেশন আদেশ ২০২১ অনুযায়ী রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

০৬। **বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণ :**

(১) প্রক্রিয়া :

(ক) বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণেচ্ছু যুদ্ধাহত বীর মুক্তিদোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে গঠিত স্থায়ী মেডিকেল বোর্ডগুলো।

(খ) বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণেচ্ছু যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রাস্টের মেডিকেল অফিসারের সুপারিশ সম্বলিত ব্যবস্থাপত্রসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন করিবেন।

(গ) আবেদনপ্রাপ্তির পর ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট স্থায়ী মেডিকেল বোর্ডের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করিবে।

(ঘ) মেডিকেল বোর্ড পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরীক্ষিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার দেশের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা এ মর্মে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিবেন। দেশে অবস্থিত স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব হলে বোর্ড দেশের বাহিরে চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করিবেন না।

(ঙ) মেডিকেল বোর্ড প্রতিবেদনের এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবে যে, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে রোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক সে রোগের উন্নত চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব নয় এবং তাঁকে বিদেশে চিকিৎসা প্রদান করা না হলে তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হইতে পারে। বোর্ড এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রদানকারী দেশ এবং সম্ভব হলে হাসপাতালের নাম উল্লেখ করিবেন।

(চ) প্রত্যয়নপত্র প্রদানের সময় মেডিকেল বোর্ড আর্থিক কৃচ্ছতার প্রতি খেয়াল রেখে সর্বাপেক্ষা সাশ্রয়ী কিন্তু উন্নত চিকিৎসা সহজলভ্য দেশকে সুপারিশ করিবেন।

(২) **চিকিৎসা গ্রহণেচ্ছু যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয় :**

(ক) বিদেশ ভ্রমণের পূর্বে নির্ধারিত/নিবন্ধিত চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও সম্ভাব্য খরচের একটি বিবরণী সংগ্রহ করে ট্রাস্টে জমা দিতে হইবে।

(খ) কোন পথে (সড়ক/রেল/বিমান) বিদেশে ভ্রমণ করিবেন তা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট নির্ধারণ করিবে। বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে Shortest possible route এ ইকোনমি ক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইবে। তবে রোগের গুরুত্ব অনুসারে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশকৃত পথে ভ্রমণের সুযোগ দেয়া যাইতে পারে।

(গ) বিদেশে চিকিৎসাকালীন সময়ে হাসপাতালের সাধারণ কেবিনে/ওয়ার্ডে অবস্থান করিতে হইবে।

(ঘ) চিকিৎসা গ্রহণ শেষে রোগী সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ করিবেন এবং তা ট্রাস্টে অর্থ সমন্বয়ের সময় কাগজপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। DOR (Discharge on Request) or DORB (Discharge on Request Bond) জাতীয় ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে কোন অর্থ সমন্বয় করা যাইবে না।

(ঙ) বিদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা যাইবে না। অতিরিক্ত সময় অবস্থান করিলে সে সময়ের ব্যয়ভার রোগীকে বহন করিতে হইবে।

(৩) **অগ্রিম প্রদান :**

(ক) চিকিৎসা ব্যয় অগ্রিম প্রয়োজন হলে রোগীকে ভ্রমণের পূর্বে ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর অগ্রিমের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(খ) ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া সম্ভাব্য চিকিৎসা খরচের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত পরবর্তীতে সমন্বয় সাপেক্ষে অগ্রিম প্রদান করিতে পারিবেন।

(গ) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে।

(ঘ) চিকিৎসা খাত হতে গৃহীত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় করতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা হইতে সমন্বয় করা হইবে।

(৪) **সীমাবদ্ধতা :**

(ক) একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে একবার মাত্র সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট বিদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক পুনরায় ফলোআপ-এর জন্য একবার মাত্র বিদেশে গমণের সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

(খ) অগ্রিম গ্রহণের পর যদি তিনি কোনো কারণে বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণ না করেন, তবে তিনি গৃহীত সমূদয় অগ্রিম ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায়, ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তাঁর রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা হতে গৃহীত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় করিতে পারিবে।

(৫) **চিকিৎসা ব্যয় :**

(ক) মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যয় নির্ধারিত হইবে। তবে একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ফলোআপসহ চিকিৎসা ব্যয় কোনো ক্রমেই ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার বেশি হইতে পারিবে না।

০৭। (১) **রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানের সময়কাল :**

রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ভোগকারী যতক্ষণ না স্বেচ্ছায় ভাতা গ্রহণে লিখিতভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন অথবা অমুক্তিযোদ্ধা প্রমাণিত হইলে তালিকা হইতে বাদ না পড়া পর্যন্ত উক্ত সুবিধা পাইতে থাকিবেন।

(২) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা রোগমুক্তি বিশ্রামাগার ও ইহার ব্যবস্থাপনা :

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বলিয়া বিবেচিত এবং হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেখাশুনা ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্রামাগারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নিম্নোক্ত সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(ক) চিকিৎসার নিমিত্তে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত এবং তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তিতে অপারগ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশ্রামাগারে অবস্থানকালে ডাক্তারের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক খাদ্য, ঔষধ ও পথ্য পাইবেন।

(খ) বৎসরে একবার বনভোজন/দেশের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক/চিত্তকর্ষক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(ঘ) বিশ্রামাগারে অবস্থানকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চিকিৎসার জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা পাইবেন। তবে ট্রাস্টের নিযুক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও সুপারিশ মোতাবেক তাহা করা হইবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঙ) চিকিৎসার প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে দূর-দূরান্ত হইতে আগত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালসমূহে ভর্তি সম্ভব না হইলে জরুরি চিকিৎসা এবং হাসপাতাল ত্যাগের পর চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে তাহাদের জন্য উক্ত বিশ্রামাগারে মানসম্মত থাকা খাওয়া ও অন্যান্য সুবিধাসহ স্বল্প সংখ্যক বিছানার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু যাহারা বিশ্রামাগারের নিকট অথবা ঢাকা শহর ও শহরতলী এলাকায় বসবাস করেন তাহারা উক্ত সুবিধা পাইবেন না।

(চ) বিশ্রামাগারের সার্বিক দায়িত্ব ট্রাস্টের কল্যাণ বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে। উক্ত বিশ্রামাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় ও সরবরাহের ব্যাপারে প্রচলিত ক্রয় নীতি অনুসরন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করিয়া মাসওয়ারী চাহিদার আকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং যথা নিয়মে অনুমোদিত দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রত্যেকটি দ্রব্য নির্ধারিত মজুদ বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়ম মোতাবেক সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) চিকিৎসা :

(ক) বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অথবা ট্রাস্টের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিটি কেইসের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক ও নীতিমালায় উল্লিখিত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিতে হইবে এবং মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধজনিত ক্ষত ও ক্ষতের কারণে বা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত রোগসমূহের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। ট্রাস্ট কর্তৃক নিযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শে হাসাপাতালে ভর্তি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমুদয় খরচ ট্রাস্ট বহন করিবে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো রোগের চিকিৎসার খরচও প্রয়োজনবোধে বহন করা হইবে। তবে, রোগের প্রকৃতি ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ডাক্তারের সুপারিশ এবং ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উহা করা হইবে এবং এই বিষয়ে ট্রাস্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(গ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন সময় যদি কোনো যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার জরুরী ঔষধ প্রয়োজন হয় এবং তাহা হাসপাতালে না থাকে তাহা হইলে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রাস্ট উক্ত ঔষধ সরবরাহ করিবে অথবা উহার মূল্য পরিশোধ করিবে।

(ঘ) হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে, তাৎক্ষণিক কেবিন পাওয়া না গেলে সাধারণ বেডে চিকিৎসা প্রদান করা হইবে। পরবর্তীতে কেবিন পাওয়া সাপেক্ষে কেবিনে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ঙ) দেশের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারি হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে (তালিকা সংযুক্ত)।

(চ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন সময়ে এবং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে চিকিৎসার বিভিন্ন পথ্যাদি যেমন হরলিক্স, ফল, মুরগীর স্যুপ, গ্লুকোজ ইত্যাদি প্রদান করা হইবে।

(ছ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রত্যেক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পথ্য বাবদ প্রতিদিন নির্ধারিত হারে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইবে। তবে, এই আর্থিক সুবিধা বৎসরে অনধিক তিন মাসের জন্য প্রদান করা যাইতে পারে।

০৮। **যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলে সাহায্যকারী দ্রব্যাদি প্রদান :**

যাহারা কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করেন তাহাদের কৃত্রিম পা, হাত, চোখ, কৃত্রিম পায়ের জুতা, প্রয়োজনীয় সার্জিক্যাল স্যু, মোজা, হুইল চেয়ার, ক্রাচ, লাঠি, চশমা, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি ট্রাস্টের খরচে সরবরাহ করা হইবে। উক্ত জিনিসপত্রাদি সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

০৯। **বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি :**

বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা, ২০১২ এর আওতায় বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিবৎসর সাধারণ শিক্ষায় অধ্যয়নরত (অনার্স ও মাষ্টার্স), মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং পি.এইচ.ডি গবেষককে মাসিক নির্ধারিত হারে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে।

১০। **প্রবিধান পরিবর্তন, সংশোধন প্রভৃতি সংক্রান্ত :**

এই প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন কোনো বিষয় অথবা সময়োপযোগী বিষয়াদি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর ২৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড/সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। একইভাবে উক্ত প্রবিধানমালার কোনো অনুচ্ছেদ সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে সরকার/ট্রাস্টি বোর্ডের পূর্ব অনুমোদনক্রমে করা যাইবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই প্রবিধান কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ প্রবিধান, ১৯৮৪ অতঃপর উক্ত প্রবিধান বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত কল্যাণ প্রবিধানের অধীন—

(ক) কৃত কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই প্রবিধানের অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই প্রবিধানের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ ও নির্দেশ এই প্রবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এইরূপে চলমান থাকিবে যেন উহা এই প্রবিধানের অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের তালিকা

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
(২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
(৩) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৪) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
(৫) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
(৬) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।
(৭) জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৮) জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(৯) জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(১০) জাতীয় বক্ষব্যধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
(১১) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(১২) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(১৩) শহিদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
(১৪) শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।

(১৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।

(১৬) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।

(১৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।

(১৮) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।

(১৯) এম. এ. জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।

(২০) শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।

(২১) জাতীয় হৃদরোগ ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।

(২২) বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।

(২৩) ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল এন্ড রিসার্স ইন্সটিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা।

(২৪) আজগর আলী হাসপাতাল, ঢাকা।

(২৫) সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা।

(২৬) বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল, মিরপুর রোড, ঢাকা।

(২৭) ডেলটা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা।

(২৮) ল্যাব এইড হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(২৯) শমরিতা হাসপাতাল লিঃ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খাজা মিয়া

সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd